Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাইদা খোদেজা রহমান

রোলঃ 23090120202

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাইদা খোদেজা রহমান

রোলঃ 23090120202

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গীবত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাইদা খোদেজা রহমান, আইডিঃ 23090120202 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ গীবত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সাইদা খোদেজা রহমান

আইডিঃ 23090120202

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা:..5

গীবত কী?..6

যেসব মাধ্যমে গীবত হয়ে থাকে 9

গীবতের প্রকারভেদ :..12

যেসব উপায়ে গীবত করা বৈধ 19

গীবত করার কারণ সমূহ 21

গীবতের ভয়াবহতা 24

গীবতের ক্ষতি 28

গীবতের স্তর 33

গীবত করার পরিণাম 36

গীবত থেকে বাঁচার উপায় 39

গীবতের কাফফারা 43

গীবত প্রতিহত করার ফজিলত 44

গীবত জায়েজ করার জন্য নফসের যুক্তি...47

চিকিৎসা হলো হিম্মত ও পরিকল্পনা 48

গীবতের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কিছু কাজ। 51

ভূমিকা:

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গীবত। গীবত করা হারাম। গীবত জবান সংশ্লিষ্ট মহাপাপ। এটি বান্দার হকের সাথে সম্পর্কিত। গীবত এমন একটা ব্যাধি, যা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি অনুষ্ঠানে করা হয়ে থাকে। এমনকি দুই তিনজন একসাথে কোন আসলে বসলে, অন্যের দোষ বলা ছাড়া যেন সেই আসর জমেই না। সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হচ্ছে, মানুষ যে তার আত্মীয়-স্বজন, ভাই -বোন, পাড়া-প্রতিবেশীর গীবত করছে এবং সেটা যে এত বড় একটা অপরাধ হয়ে যাচ্ছে, যা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মত গুনাহের অন্তর্ভুক্ত,সে সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই বা জ্ঞান থাকলেও বে খবর হয়ে বসে আছে।কোন আসর আজ গীবত মুক্ত নয়। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে গীবত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন -

- وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتًا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝

(সূরা হুজুরাত আয়াত ১২)

তোমরা একে অন্যের গীবত চর্চা বা আলোচনা করবে না। তোমাদের কেউ কি চায়, সে তার মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাবে। বস্তুত, তোমরা কখনো তেমন করবে না। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই তিনি তওবা গ্রহণকারী ও অত্যন্ত দয়ালু।

গীবত ছাড়া কোন আসর জমে না। ভয়াবহতার কথা আমরা বেমালুম ভুলে থাকি।তাই গীবতের ভয়াবহতার কথা সব সময় মনে রাখতে হবে এবং আল্লাহ সুবহানাতায়ালা কে ভয় পেয়ে গীবত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। গীবতকে ঘৃণা করতে হবে। নিজেকে গীবত করা থেকে

বিরত রাখতে হবে এবং নিজের আশেপাশের মানুষকেও গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানাতে হবে, যেন তারাও গীবত থেকে দূরে থাকতে পারে।

গীবত কী?

গীবত হচ্ছে কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ বর্ণনা করা। যদি তার মধ্যে সেই দোষ থাকে, তবে তা গীবত। আর যদি সেই দোষ না থাকে, তবে তা হবে অপবাদ।অপবাদ গীবতের চেয়েও মারাত্মক গুনাহ। এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবতকে জিনার চেয়েও মারাত্মক বলেছেন। তিনি বলেন,

الغيبة أشد من الزنا

অর্থ :গীবত জিনার চেয়েও মারাত্মক। (মিশকাত ৪৮৭৪)।

পবিত্র কোরআনে, গীবতকে আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার চেয়েও নিকৃষ্ট বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

(সূরা হুজুরাত আয়াত ১২)

"তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে?বস্তুত তোমরা তো তা ঘৃণাই কর।"

উপরি উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। কারণ, কারো সামনে তার দোষ বর্ণনা করা হলে সে তা প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু গীবতের সময় ব্যাক্তি উপস্থিত না থাকায় তা প্রতিরোধ করতে পারে না। আর্মিত মানুষের

গোশত খাওয়া যেমন নিকৃষ্ট কাজ অনুরূপভাবে কারো গীবত করাও তেমন নিকৃষ্ট কাজ।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় গীবত এর অর্থ হচ্ছে মুখে, কলমে,অন্য যেকোন উপায়ে কারো অনুপস্থিতিতে সে ব্যক্তির এমন কোন দোষের কথা আলোচনা করা যা শুনলে সে ব্যক্তি মনে- প্রানে দুঃখ অনুভব করবে। যা শুনলে সে ব্যক্তি রাগান্বিত বা অসন্তুষ্ট হবে। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়েকেরামদের বললেন, “তোমরা কি জানো, গীবত কাকে বলে?”সাহাবায়ে কেরাম (রা:) বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জানিনা। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন’।তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি বললেন, গীবত হলো -

ذكرُكَ اخاكَ بما يكره

‘তোমার ভাইয়ের এমন দোষ (তার অনুপস্থিতিতে) বর্ণনা করা যা শুনলে সে কষ্ট পাবে।’

সাহাবায়ে কেরাম (রা:) বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! যদি সে দোষ বাস্তবেই তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তাহলেও কি গীবত হিসাবে সাব্যস্ত হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘যদি তুমি তার সত্যদোষটি বর্ণনা করো, তাহলে সেটি হবে গীবত, আর যদি সেটি সত্য না হয়, তাহলে সেটি হবে অপবাদ’।

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচ্য হাদীসে, ‘ভাই’ শব্দ উল্লেখ করেছেন।এটি দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন, তুমি যার গীবত করছো, সে তোমার আপন ভাই নাও হতে পারে, কিন্তু সে বাস্তবে তোমার ভাই। এর তিনটি কারণ আছে -

প্রথম এবং দ্বিতীয় কারণ হলো ‘আমরা সকলেই হযরত আদম ও হাওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে সৃষ্ট। সে হিসেবে তোমরা একে অপরের

ভাই’ ।তৃতীয় কারণ হলো ‘সে এবং তুমি উভয়ে মুসলমান। আর মুসলমান সকলে ভাই ভাই’।

সুতরাং সাধারণ মানুষ তার আপন ভাইয়ের দোষ ত্রুটি অন্যের কাছে প্রকাশ করা পছন্দ করেনা। তা গোপন রাখতে চেষ্টা করে। অনুরূপভাবে তোমরা যেহেতু সকল মুসলমান ভাই ভাই, তাই কারো দোষ অন্যের কাছে প্রকাশ না করা উচিত।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাআনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, দোষ অন্বেষণ করোনা, ক্রোধ প্রকাশ করো না, একে অপরের উপর গর্ব করোনা, ক্রয় বিক্রয়ের একজনের দামের ওপর দাম করোনা। আর তোমরা সকলে আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরস্পর পরস্পরের ভাই ভাই হয়ে যাও। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাইস্বরূপ। কাজেই সে তার ভাইয়ের প্রতি জুলুম করবে না, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না এবং তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না। তাকওয়া এখানে, একথা বলে তিনি নিজের বক্ষের দিকে তিনবার ইঙ্গিত করলেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,কোন ব্যক্তি খারাপ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার অপর মুসলিম ভাইকে হেয় প্রতিপন্ন করে। আর প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান অপর মুসলমানের ওপর হারাম। অর্থাৎ সম্মানিত তাই এগুলোর সম্মান রক্ষা করতে হবে।

যেসব মাধ্যমে গীবত হয়ে থাকে

গীবত এতটাই ভয়ংকর, যা সমাজে অসংখ্য বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়। এই গীবতের কারণে ঝগড়া বেঁধে যায়। পরস্পরে অনৈক্য সৃষ্টি হয়। আজ আমাদের সমাজে যেই অরাজকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, ওই গীবত। তাই গীবত থেকে বেঁচে থাকার জন্য, কী কী মাধ্যমে গীবত হয়ে থাকে,তার জানা খুবই জরুরী। যেসব মাধ্যমে গীবত হয়ে থাকে, তা হল -

১।জবানের মাধ্যমে গীবত :

যবানই হচ্ছে গীবত করা সবচেয়ে বড় মাধ্যম। বর্তমানে সমাজে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গীবত সংঘটিত হয়, এই জবান দ্বারাই।এইজন্য নিজেদের জবানের হেফাজত করা প্রতিটি মুমিনের একান্ত কর্তব্য।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

“যে ব্যক্তি তার দু’পা ও দু’চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানের দায়িত্ব নিতে পারবে অর্থাৎ মুখ ও লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের জামিনদার হব”।(বুখারি হাদিস ৬৪৭৪)

অপর হাদিসে তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি চুপ থাকলো সে মুক্তি পেল”।

অন্য হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম বলেন, “যে আল্লাহ এবং পরকালকে বিশ্বাস করে, সে যেন উত্তম কথা বলে, অথবা নীরবতা পালন করে। (বুখারীর হাদিস ৬০১৮)।

২।শারীরিক অভিনয়ের মাধ্যমে গীবত করা :

কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তির দোষনীয় অবস্থা বুঝাতে শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে, তবে তাও বিপদ বলে গণ্য হবে। যেমন কেউ কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে নিজের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যবহার

করে বলল, অমুক ব্যক্তি এরকম হাটে বা এভাবে কথা বলে। এরূপ করাটাও গীবত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি এত এত সম্পদের বিনিময়ে হলেও অপরের অনুকরণ পছন্দ করি না।" (তিরমিজি হাদিস ২৫০২)।

৩।ইশারা ইঙ্গিতে গীবত করা :

গীবত কেবল মুখেই নয়, বরং ইশারা ইঙ্গিতেও গীবত হয় এবং সেটাও মৌখিক গীবতের মতোই হারাম। একবার উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাদি:) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলেন। কথায় কথায় অপর উম্মুল মুমিনীন সাফিয়া (রাদি:) এর কথা উঠে গেল। তিনি কিছুটা বেটে প্রকৃতির ছিলেন। হযরত আয়েশা (রাদি:) হাতের ইশারায় বোঝালেন যে, তিনি একজন ছোটখাট মানুষ। মুখে বেটে বা খাটো কিছুই বললেন না। তবুও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে বললেন, হে আয়েশা! তুমি এমন একটা কাজ করলে যে, এর বিষাক্ত গন্ধ যদি সাগরে ঢেলে দেওয়া হয়, তবে গোটা সাগরের পানি বিষাক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যাবে।গীবতের একটা ইশারাকেও পর্যন্ত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতটা গুরুতর সাব্যস্ত করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, সারা বিশ্বের ধন দৌলতও, যদি আমাকে দেওয়া হয়, তার বিনিময়েও আমি কারো এমন অনুকরণ করতে প্রস্তুত নই,যা দ্বারা অন্যকে ব্যঙ্গ করা হয় বা তার কোন মন্দ দিক প্রকাশ করা হয়। (তিরমিজি হাদিস ২৫০২)।

৪।অন্তরের মাধ্যমে গীবত করা :

কোন প্রমাণ ছাড়াই সন্দেহ বা অন্য কোন কিছুর ভিত্তিতে কারো সম্পর্কে অহেতুক খারাপ ধারণা করা ইসলামী শরীয়াতে হারাম।আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে এটা করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يا أيها الذين آمنوا كثير من الجن ان بعض الظن اثمٌ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক ধারণা হতে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই কতক ধারণা এমন রয়েছে যা গুনাহ। (সূরা হুজুরাত :১২)

৫।লেখনীর মাধ্যমে গীবত :

মানুষের মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে লেখনী।অনেক সময় এই লেখনীর দ্বারাও গীবত সংঘটিত হয়ে থাকে।লেখনীর দ্বারা যদি কারো দোষ বর্ণনা করা হয় তবে তা ব্যক্তির মনে বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। আজকাল ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়ার মাধ্যমেও গীবত হয়ে থাকে। লেখনীর মাধ্যমে যে গীবত করা হয় তার স্থায়িত্ব অনেক বেশি হয়। কেননা লিখিত বস্তু অনেকদিন টিকে থাকে।

৬।কানের মাধ্যমে গীবত করা :

শুধুমাত্র অন্যের দোষ বলে বেড়ানোকে গীবত বলে না বরং অন্যের দোষ শুনে প্রতিবাদ না করাটাও এক ধরনের গীবত। গীবত করা যেমন গর্হিত কাজ তেমনি তার শ্রবণ করাও গর্হিত কাজ। কেননা গীবত শ্রবণকারী গীবত না শুনলে পাপ সংঘটিত হতো না। তাই দুজনেই অপরাধী।মুমিনের উচিত কানের হেফাজত করা। কারণ আল্লাহ বান্দার কান সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

انَّ السماعُ والفؤاد كل اولئك عنه مسؤولا

“কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর এগুলোর প্রত্যেকটির বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।” (সূরা বনী ইসরাঈল :৩৬)।

গীবতের প্রকারভেদ :

১।মুসলমানের গীবত :

মুসলমানের গীবত করা হারাম। এটা অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

ولا يغتب بعضكم بعضا

"তোমাদের কেউ যেন ওপরের গীবত না করে”। (সূরা হুজুরাত :১২) আলোচ্য আয়াতে, كُم দ্বমীর দাঁড়া মুসলমানদের পরস্পরকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হলো, কোন মুসলমান যেন ওপর কোন মুসলমানের গীবত না করে।

২।জিম্মির গীবত করা :

জিম্মি বলা হয়, যে অমুসলিম মুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিয়ে বসবাস করে। যেভাবে একজন মুসলমানের গীবত করা হারাম, ঠিক তেমনি ভাবে জিম্মির গীবত করাও হারাম। কারণ সে মুসলমানদের নিরাপত্তায় রয়েছে। তাই তার হেফাজত মুসলমানদের উপর ।

৩।মৃত ব্যক্তির গীবত :

জীবিত ব্যক্তির গীবত যেমন হারাম, অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তিকে গালি দেয়া, তাকে খারাপ বলা, তার গীবত করা হারাম। যদিও লোকটি দুনিয়াতে বাস্তবেই খারাপ ও অসৎ কাজে লিপ্ত ছিল। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার সমালোচনা করা গীবত। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, “তোমাদের কেউ মারা গেলে তাকে ছেড়ে দাও ;তার বিপদে লিপ্ত হয়ো না। অপর এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমরা মৃতদের গালি দিও না, কারণ তারা তাদের ফল ভোগ করছে।”

অন্যত্র রাসুলুল্লাহ সাঃ এরশাদ করেন, "তোমরা মৃতদের ভালো গুণগুলো আলোচনা কর, মন্দ বিষয়গুলো পরিত্যাগ করো।"

আলোচ্য হাদিসের দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টির ভিত্তিতে জ্ঞানের দাবী হলো, মৃত ব্যক্তির গীবত না করা। এর চারটি যৌক্তিক কারণও রয়েছে।

এক :মৃত ব্যক্তি জীবিত ব্যক্তির গীবত করতে সক্ষম নয়। সুতরাং জীবিতদের উচিত মৃত ব্যক্তির গীবত না করা।

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু দারদা (রাদি) অধিকাংশ সময় কবরের পাশে বসে থাকতেন। লোকেরা তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'আমি এমন লোকদের কাছে গিয়ে বসে থাকি, যারা আমাকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাদের থেকে চলে যাওয়ার পর তারা আমার গীবতে মত্ত হয় না।"পক্ষান্তরে জীবিত মানুষদের সাথে বসে থাকার পর উঠে চলে আসলে তারা গীবতে লিপ্ত হয়। তাই আমি জীবিত মানুষদের থেকে মৃতদের সান্নিধ্য পছন্দ করি।

দুই:মৃতদের থেকে জীবিতরা উপকৃত হয়। কবরের পাশে গিয়ে বসলে, আখেরাতের কথা স্মরণ হয়, দুনিয়ার অসারতার কথা মনে পড়ে। সুতরাং জীবিতদের উচিত মৃতদের উপকার করা, তাদের জন্য নেকির ব্যবস্থা করা। তারা যেভাবে আমাদের গীবত থেকে বিরত রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে আমাদেরও উচিত তাদের গীবত থেকে বিরত থাকা। একবার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি অধিকাংশ সময় কবরস্থানে যাতায়াত করেন কেন? তিনি বলেন, "কবরবাসীরা আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যার দ্বারা আমি উপকৃত হই। তারা আমার সমালোচনা করে না। এই জন্যই আমি কবরস্থানে বেশি যাতায়াত করি।"

তিন :মৃত ব্যক্তির গীবত করা হলে, তার আত্মীয়-স্বজন সে সম্পর্কে অবগত হলে তারা কষ্ট পায়। তাদের খারাপ লাগে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় এক ব্যক্তি প্রায় সময় সূরা লাহাব পড়তো। এই সূরার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু লাহাবকে অভিসম্পাত করা হয়েছে, তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ লোকটিকে বললেন, তুমি কি এই সূরা ছাড়া অন্য কোন সূরা পড়তে পারো না?

চার :যে ব্যক্তি মারা গেছে সে যদি জাহান্নামী হয়ে থাকে, তবে তো শাস্তির জন্য এটাই যথেষ্ট। দুনিয়াতে বসে তার গীবত করা একেবারেই নিরর্থক। এতে শুধু জীবনের মূল্যবান সময় অপচয় এবং আখেরাতে পাপের বোঝাই বৃদ্ধি করা হবে। আর যদি সে ব্যক্তি জান্নাতি হয়ে থাকে, তাহলে জান্নাতবাসীদের দোষ আলোচনা করা নিজের পরকালের জন্য আরো ক্ষতিকর।

৪।বংশের গীবত :

তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কেউ যদি বলে, অমুক ব্যক্তির বংশ ভালো নয় বা অমুক ব্যক্তির গোষ্ঠী খারাপ বা অমুক নিচু বংশের লোক বা অমুক ব্যক্তির বংশের বৈশিষ্ট্যই এরকম তবে তা গীবত হবে। কারণ এভাবে বলার দ্বারা উক্ত বংশ বা গোত্রের সকলকে দোষারোপ করা হয়। আর এভাবে দোষী সাব্যস্ত করাটা ইসলামী শরীয়তে একেবারেই নিষিদ্ধ। বংশ নিয়ে গর্ব করা জায়েজ নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “মানুষের মধ্যে দুটি কাজ রয়েছে যা কুফরি, একটি হচ্ছে বংশের গর্ব করা আর অপরটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা।” (মুসলিম হাদিস ২৩৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, "দ্বীন ও এবং নেক আমল ব্যতীত কারো ওপর কারো কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।"
অতএব,নিজের বংশের গৌরব প্রকাশ এবং অন্যের বংশের দোষ বর্ণনা, হেও তুচ্ছ সাব্যস্ত করা নিতান্ত নিকৃষ্ট স্বভাব।
৫।শারীরিক গীবত:
আল্লাহ তায়ালা মানুষকে নানা আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ খাটো, কেউ লম্বা, কেউ মোটা, কেউ চিকন ইত্যাদি। আর আল্লাহর সৃষ্টিতে ভুল ধরা কারো জন্য বৈধ নয়। তেমনিভাবে আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে হাসি তামাশা করাও হারাম। যার বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাসি তামাশা করা হয়, সে শুনলে মনে কষ্ট পাবে বলে এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে কানা, খোড়া, অন্ধ, বেটে, লম্বা, চিকন ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে,আর এতে যদি সম্বোধিত ব্যক্তি মনে কষ্ট পায় তবে তা গীবত বলে গণ্য হবে। হাদিসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে, এক ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অনেক কিছুর বিনিময়ে হলেও কারো সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করাটা আমাকে আনন্দিত করতে পারবে না। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি সাফিয়ার বেটে হওয়াটা অপছন্দ করেন না? তিনি বললেন, হে আয়েশা! তুমি এমন একটি কথা বললে যা নদীর পানির মাঝে মিশিয়ে দিলে তার উপরও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে" । (তিরমিজি হাদিস ২৫০২)।
শারীরিকভাবে মানুষের কিছু দোষ থাকতেই পারে। তাই কারো সেসব দোষ উল্লেখ করে তার মনে কষ্ট দেয়া কোন মুসলমানের কাজ নয়। তার চিন্তা করা উচিত, আমি যে দোষটি নিয়ে তাকে ঠাট্টা করছি, তা যদি

আমার মাঝে থাকত, তবে কেমন হতো? তাই নিজের ওপর আল্লাহর রহমতের কথা চিন্তা করে তার প্রশংসা করা উচিত।

বর্তমান সমাজে মানুষের বিভিন্ন শারীরিক দোষ ত্রুটি নিয়ে রসিয়ে আলাপ করা এবং চোখ টিপে হাসাহাসি করাটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তখন একথা মনে থাকে না যে, একদিন আমাদেরকে মহান আল্লাহ তালার দরবারে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে। সর্বদা আমলনামা লেখক ফেরেশতারা আমাদের প্রতিটি মুহূর্তের কথা ও কাজের নিখুঁত হিসাব রাখছেন।

৬।স্বভাব চরিত্রের গীবত:

অমুক লোকটি স্বভাব চরিত্র ভালো নয়, কিংবা অমুক লোক খুবই কৃপণ, বদমেজাজি, নিষ্ঠুর, কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি -এ ধরনের সমালোচনাত্মক কথাবার্তা বলাও গীবতের শামিল। কোন এক সাহাবী কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন, সে খুবই দুর্বল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তুমি সেই ব্যক্তির গীবত করেছ এবং তার গোস্ত খেয়েছো।”একদিন এক সাহাবী এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলেন, সে এক আজব প্রকৃতির লোক! কেউ তাকে খানা দিলে সে সবই খেয়ে ফেলে। কেউ বাহন দিলে তাতে চড়ে বেড়ায়, কিন্তু নিজে পরিশ্রম করে আয় উপার্জন করে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তুমি তোমার ভাইয়ের গীবত করলে। সাহাবী আরয করে,ইয়া রাসুলুল্লাহ!কারো ত্রুটি ধরাও কি গীবত?তিনি উত্তরে বলেন, বাস্তবিক পক্ষে কারো ত্রুটি ধরা নির্দেশ করা গীবতের জন্যই যথেষ্ট। একদিন সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু করে শুয়ে পড়েন। দুই ব্যক্তি তার খাওয়া ও শোয়ার সমালোচনা করলে তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হয় ।

ولا يغتب بعضكم بعضا

"তোমরা পরস্পরের গীবত করোনা।" (সূরা হুজুরাত :১২)

এই আয়াতে গীবত করা কে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

৭।পোশাক সংক্রান্ত গীবত :

আমাদের সমাজে পোশাক পরিচ্ছদের বিভিন্ন খুঁত খুঁজে রসিয়ে রসিয়ে আলোচনা করার প্রবণতা অনেকের মধ্যে দেখা যায়। বিশেষত মহিলাদের মধ্যে, এই ব্যাধি অত্যন্ত মারাত্মক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। অনেককেই এই ধরনের আলোচনা করতে শোনা যায়, অমুক ব্যক্তি দুনিয়াবী পোশাক পরিধান করে, পায়জামা গোড়ালি নিচে পরিধান করে, পাঞ্জাবি একটা গায়ে দিয়েছে যেন ছালার চট। পোশাকের বাহার দেখে মনে হয় রাজপুত্র খোঁজ নিয়ে দেখলে দেখা যাবে ঘরে বসার মত কোন স্থান নেই, নিয়ে আসবাবপত্র ইত্যাদি। অথবা অমুক মহিলা হাত কাটা ব্লাউজ পরিধান করে, বাজারী মেয়েদের মত শাড়ি পরে, অলংকার গুলোর বাহার দেখে মনে হয় খাঁটি সোনা নয় ইত্যাদি। সাধারণত এসব ধরনের আলোচনা যেহেতু মানুষের মনে ব্যথা দেয়, তাই এটাও গীবতের পর্যায়ে ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। এ সম্পর্কে একটা হাদিস হচ্ছে, “একবার হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপস্থিতিতে এক মহিলার পোশাক সম্পর্কে মন্তব্য করলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথেই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সতর্ক করে বললেন, আয়েশা! তুমি মহিলাটির গীবতে লিপ্ত রয়েছো। এক্ষুনি থুথু ফেলে দাও। থুথু নিক্ষেপ এর সাথে সাথেই তার মুখ থেকে একটা গোশতের টুকরা বেরিয়ে এলো ।

৮।ইবাদত সংক্রান্ত গীবত:

কারে ইবাদতের ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে সমালোচনা করাও গীবতেরই নামান্তর।যেমন অমুক ব্যক্তি উত্তমরূপে নামাজ পড়ে না অথবা রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে না বা নফল নামাজ পড়ে না। রমজানের সবগুলো রোজা রাখেনা অথবা মাকরুহ ওয়াক্তে নামাজ পড়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহাজ্জুদের ওয়াক্তে কিছু লোক ঘুমিয়ে থাকলে শেখ সাদী রাহমাতুল্লাহ তাদের সমালোচনা করে বলে,এই লোকগুলো যদি তাহাজ্জুদ পড়তো তাহলে কতই না ভালো হতো।শেখ সাদীর পিতা এ কথা শুনে বলেন, কতইনা ভালো হত যদি তুমি তাহাজ্জুদ না পড়ে এদের মতো ঘুমিয়ে থাকতে। এদের গীবত করার পাপ তোমার ঘাড়ে পতিত হতো না। এক ব্যক্তি কারো গীবত করে বলেছিল, আমি আল্লাহর জন্য অমুক ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একথা জানতে পেরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে হাজির হয়ে বলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, অমুক ব্যক্তি আমার সমালোচনা করে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের খবর দিয়েছে। আপনি তাকে ডেকে আমার প্রতি ইনসাফ করুন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কেন তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো? সে বলে, হে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ ব্যতীত অন্য কোন নামাজ পরেনা, রমজানে রোজা ব্যতীত অন্য কোন রোজা রাখেনা এবং যাকাত ব্যতীত অতিরিক্ত দান করে না। তাই আমি তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। তার বক্তব্য শেষ হলে অন্য ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি ফরজ দায়িত্ব আদায় করতে কোনরূপ ত্রুটি করি? রাসূল সাঃ তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, না সে ফরজ দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করে না এবং তা যথারীতি ভাবে পালন করে।কিন্তু যেহেতু সে নফল ইবাদতসমূহ আদায় করে না তাই তার প্রতি আমার মন তিক্ত- বিরক্ত।মহানবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, খুব সম্ভব পরিশেষে সে তোমার তুলনায় ভাগ্যবান হবে। অতএব তার গীবত করা এবং তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা তোমার জন্য উচিত নয়।

৯।পরোক্ষ গীবত :

কোন ব্যক্তির নাম না বলে আকার ইঙ্গিতে গীবত করা হচ্ছে পরোক্ষ গীবত।

যেসব উপায়ে গীবত করা বৈধ

ক্ষেত্র বিশেষে গীবত করার অনুমতি ইসলামী শরীয়তে রয়েছে। গীবত একটি বড় গুনাহ তথা হারাম কাজ।কিন্তু এই গীবতের মতো গুনাহের কাজ যেসব ক্ষেত্রে ইসলাম অনুমোদন দিয়েছে তার সবগুলো শর্ত যুক্ত । বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের দৃষ্টান্তের আলোকে ফকীহ ও হাদীস বিশারদগণ এই বিধি প্রণয়ন করেছেন যে,গীবত কেবল তখনই বৈধ যখন এটি সঙ্গত (অর্থাৎ শরীয়তের দৃষ্টিতে সঙ্গত) উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার প্রয়োজন পড়ে। আলিমগণ নিম্নরূপ গীবতকে বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন -

১।যদি কেউ কোন মজলিসে শরীয়ত বিরোধী কোন ভুল বা ভিত্তিহীন কথা বলে এবং তার উপস্থিতিতে সংশোধন করার সুযোগ না দিয়েই চলে যায়, তাহলে উপস্থিত সাধারণ মানুষকে ভুল তথ্য থেকে মুক্ত করার জন্য, উক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে ত্রুটি বলা যেতে পারে। তাছাড়া সঠিক ফতোয়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে কোন মুফতির নিকট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করা যেতে পারে।

২।বিয়ে-শাদির ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে উভয়ের মধ্যে যদি কোন দোষ ত্রুটি থাকে, তবে তাদের অনুপস্থিতিতে সম্পর্ক সৃষ্টিকারীদেরকে অবহিত করা যেতে পারে। যেমন, একবার ফাতেমা বিনতে কায়েস নামে এক মেয়েকে বিবাহ করার জন্য একইসঙ্গে ও একই সময় হযরত মুয়াবিয়া এবং আবুল জাহাম (রাদি)প্রস্তাব দেন। প্রস্তাব পাবার পর মেয়ে পক্ষের লোকেরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে পরামর্শ চাইলেন, তিনি বলেন মুয়াবিয়া গরিব মানুষ। আর আবুল জাহাম স্ত্রীদের কে খুব মারপিট করে থাকে।(বুখারী ও মুসলিম)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহত্তর স্বার্থে মেয়েটির ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাদের উভয়ের দোষ বলে দেয়া জরুরী মনে করেছিলেন।

৩।স্ত্রী তার জালেম স্বামীর অনুপস্থিতিতে অভিযোগ পেশ করলে গীবত হবে না। যেমন একসময় হযরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন, আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমাকে এবং আমার ছেলেমেয়েদেরকে প্রয়োজনীয় জীবিকা প্রদান করে না (বুখারী ও মুসলিম)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা স্বামীর বিরুদ্ধে গীবত হবার পরেও তাকে এতে নিষেধ করেননি। কেননা মজলুম জালেমের বিরুদ্ধে এমন ব্যক্তির কাছে অভিযোগ পেশ করতে পারে যিনি তা দূর করার ক্ষমতা রাখেন।সুফিয়ান ইবনে উমায়িয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিন ব্যক্তির গীবত করা বৈধ :যালেম শাসক,প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তি, বিদাতি কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তি যে অন্যদেরও বিদআত শিখায়।

গীবত করার কারণ সমূহ

বিভিন্ন কারণে গীবত চর্চা হয়ে থাকে। এর মধ্যে আটটি সর্বসাধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তিনটি কারণ উচ্চ পর্যায়ের দ্বীনদার ব্যক্তিদের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রথম আটটি যথাক্রমে নিচে আলোচনা করা হলো -

১।মানুষ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মনের ঝাল মিটানোর জন্য একে অপরের দোষ চর্চা করে থাকে। অর্থাৎ কোন কারনে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি রুষ্ট হলে উত্তেজনার বশবরতী হয়ে তার দোষ বর্ণনা করে থাকে এবং মনের খুব মিটাতে থাকে। এই ক্রোধ গীবত বা পরনিন্দার অন্যতম কারণ।

২।মানুষ কখনো অন্যদের দেখাদেখি গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অপরের সাথে তাল মিলাতে থাকে। যেমন, নিজের কোন বন্ধু বা সহযোগী কারো দোষ চর্চা করতে থাকলে সে মনে করে, আমি যদি তার সাথে তাল না মিলাই, তাহলে সে অসন্তুষ্ট হবে। তাই সঙ্গ দোষে সেও দোষ চর্চায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

৩।কোন কাজের পরিনাম কি হবে সে চিন্তার বশবর্তী হয়েও কেউ গিবতে লিপ্ত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তির আশঙ্কা হলো যে, তার বিরুদ্ধে অমুক ব্যক্তি কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে কুৎসা করতে পারে বা সাক্ষ্য দিতে পারে। তাই সে আগেভাগেই তার প্রতিপক্ষের কুৎসা শুরু করে দেয়, যাতে তার প্রতিপক্ষের কথা গ্রহণযোগ্য না হয় এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির মনে একটি ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, লোকটি তার বিরুদ্ধে অযাচিত কথা বলছে।

৪।কোন দোষ থেকে মুক্ত হবার উদ্দেশ্যেও কেউ গীবতের চর্চায় লিপ্ত হতে পারে। যেমন কেউ তার প্রতিপক্ষের না উল্লেখ করে বলল, অমুক

এরূপই করেছে বা বলতে পারে যে, সেও আমার সাথে ছিল এবং আমি একান্তই নিরুপায় ছিলাম।

৫।অহংকার, আত্মগর্ব ও ঔদ্ধত্যের কারণেও কেউ পরচর্চা জড়িয়ে পরতে পারে এবং অন্যদের নিচ ও নিজেকে সম্ভ্রান্ত বলে জাহির করতে পারে। যেমন, কাউকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা যে, অমুক ব্যক্তি নিরেট মূর্খ, তার উত্তম বোধশক্তি নেই। অর্থাৎ তার কথার লক্ষ্য এটাই যে, সে নিজে সত্যিকারের জ্ঞানী এবং অন্যরা খুব কম জানে।

৬।প্রতিহিংসার কারণেও পরচর্চা হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তির প্রতি যখন লোকদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তারা তাকে সম্মান প্রদর্শন করে, তার প্রশংসা করে, তখন এতে হিংসুকের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। সে কামনা করে, লোকটি যে মর্যাদাও ভালোবাসা লাভ করেছে তা যেন তার হাতছাড়া হয়ে যায়, আর অন্য কিছু করতে না পারলে সে তার গীবতচর্চায় মেতে ওঠে, যাতে লোকজন তার সান্নিধ্যে যাওয়া পরিত্যাগ করে।

৭।হাসি তামাশা, ক্রীড়া কৌতুক ঠাট্টা ছলেও মানুষ গীবতে

লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। সময় কাটানোই এর মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে

৮।অপরকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ করার কারণেও গীবত চর্চা হতে পারে। এটা সামনাসামনিও হতে পারে এবং অনুপস্থিতিতেও হতে পারে।

গীবতের আরো যে তিনটি সূক্ষ্ম কারণ রয়েছে, এর মধ্যে বাহ্যত কল্যাণের উপাদান নিহিত থাকলেও শয়তান।এর সাথে ক্ষতিকর উপাদান মিশ্রিত করে দেয়। বিশিষ্ট পর্যায়ের ধর্মভীরু লোকদের মধ্যেই এই তিনটি প্রকারের কারণ সীমাবদ্ধ।

১।কোন দ্বীনদার ব্যক্তির মধ্যে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোন ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হয়ে অবাক বিস্ময়ে একথা বলা যে, লোকটি থেকে

এরূপ ত্রুটি প্রকাশ পাবে তা আমরা আশা করিনি। নাম উল্লেখ করে এরূপ বলা হলে তা গীবত হিসাবে গণ্য হবে এবং মন্তব্যকারী গুনাহগার হবে। নাম উল্লেখ না করে কিছু বললে তাতে গীবত হবে না।

২।কোন দ্বীনদার ব্যক্তির ভুল ত্রুটি লক্ষ্য করে তার প্রতি দয়ার উদ্রেক হওয়া এবং তার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার মাধ্যমেও গীবত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তিকে কোনো সমালোচনা যোগ্য কাজে লিপ্ত দেখে তার প্রতি দয়া ও দুঃখ প্রকাশার্থে এভাবে বলা যে, তার জন্য বড়ই আফসোস হয়, সে এরূপ বিপদে জড়িয়ে পড়েছে। দুঃখ প্রকাশ করার দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটি যদিও যথার্থ মনে হয়, কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়ে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করায় তা গীবতের পর্যায়ে চলে যায়।

৩।ক্রোধ বা অভিমান করতে গিয়েও গীবতের সূত্রপাত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে খারাপ কথা বলতে দেখা গেল বা শোনা গেল। এখন তার প্রতি সহমর্মিতার দরুন বা অভিমান এর উদ্রেক হয় এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির না উল্লেখ করে রাগ বা অভিমান ব্যক্ত করলে তা গিবতে পর্যবসিত হয়,নাম উল্লেখ না করে তা করা হলে, গীবতের পর্যায়ে পরে না। এখানে উত্তম পন্থা হলো, অন্যের কাছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্রোধ বা অভিমান প্রকাশ না করে বরং একান্ত তার সামনেই অভিমান প্রকাশ করা, এতে উভয়ই গুনাহ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

গীবতের ভয়াবহতা

গীবতকে মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। এর মাধ্যমে সহজেই অনুমান করা যায় গীবতের ভয়াবহতা। আমরা যখন- তখন,আমাদের আশেপাশের মানুষ, আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে যা- তা বলে ফেলি, এটা কখনোই উচিত নয়। কারণ এর পরিণাম অনেক ভয়াবহ। যার সম্পর্কে গীবত করা হয়েছে তার নিকট থেকে ক্ষমা না নেওয়া পর্যন্ত হাজারো তওবা করলেও আল্লাহতালা মাফ করবেন না। গীবত করা মদ পান করা, চুরি করা, ডাকাতি করার চেয়ে মারাত্মক গুনাহ।কেননা চুরি করা, মদ পান, ডাকাতি করা এগুলোর কারণে আল্লাহর হক নষ্ট করার গুনাহ হয়। এগুলোর সঙ্গে হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার হকের কোনো সম্পর্ক নেই।এগুলোর ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে তওবা করে মাফ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার হক মাফ করে দেব, তবে তোমরা আমার বান্দাদের জানমালের ক্ষতি করলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার হক আদায় না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তা মাফ করবো না। হুকুকূল ইবাদ সংক্রান্ত বিষয়টা এতটাই মারাত্মক। অথচ আমরা এটাকে সাধারণ বিষয় মনে করি। এই গীবত হুকুকুল ইবাদের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ খাদেম ছিলেন। ১০ বছর যাবৎ আল্লাহর রাসূলের খেদমত করেছেন।তিনি বর্ণনা করেছেন, " রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মিরাজের রাতে আমি একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাদের নখগুলো তামার, যা দিয়ে তারা তাদের চেহারা ও বুক আচড়াচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল (আ:),এরা কারা?

তিনি বললেন, এরা সেইসব লোক, যারা মানুষের গোশত ভক্ষণ করত। তাদের মান-সম্মানের ওপর আঘাত করতো। অর্থাৎ তাদের পিছনে বদনাম করতো।” (আবু দাউদ ৪৮৭৮)।

গীবত যিনা থেকেও জঘন্য পাপ।হযরত আবু সায়ীদ ও জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘গীবত’যিনার চেয়েও জঘন্যতম অপরাধ। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন,ইয়া রাসুল আল্লাহ! ‘গীবত’কিভাবে যিনার চেয়ে মারাত্মক?তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি যিনা করার পর তাওবা করলে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। পক্ষান্তরে গীবতকারীকে যতক্ষণ পর্যন্ত, যার গীবত করা হয়েছে সে ক্ষমা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করা হবে না।” (মিশকাত ৪৮৭৪)।আলোচ্য হাদীসে গীবতকে যিনা-ব্যভিচার থেকেও মারাত্মক বলার কারণ হলো, কোন মানুষ যিনা ব্যভিচারকে হালাল মনে করে না ;বরং কোন মুসলমান যখন এই পাপে লিপ্ত হয়, তখন সে হারাম ও গুনাহ মনে করেই তা করে থাকে।পক্ষান্তরে, গীবত অকাট্যভাবে হারাম হওয়া সত্বেও, গীবতকারী এটাকে হারাম মনে করে না ;বরং হালাল মনে করে অহরহ গীবত করতে থাকে। আর হারাম জিনিসকে হালাল মনে করা কুফরি। এই কারণে গীবতকে যিনা থেকেও মারাত্মক বলা হয়েছে।তাছাড়া গীবত দ্বারা বান্দার হক নষ্ট হয়। আর কেউ বান্দার হক নষ্ট করলে, যতক্ষণ না বান্দা তাকে ক্ষমা করবে, ততক্ষণ আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। গীবত দ্বারা বান্দার হক নষ্ট হওয়ার কারণ হলো, এর দ্বারা চরমভাবে তার সম্মানহানি ঘটে। ফলে তার হক নষ্ট হয়। এজন্য হাদিসে গীবতকে যিনা থেকে মারাত্মক বলা হয়েছে।

গীবতকারীকে যার পথে আটকে দেয়া হবে। এক হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,”এমন অনেক গীবতকারী আছে, যারা আপাতদৃষ্টিতে খুব ভালো আমতলী,যেমন -নামাজ পড়ে, রোজা রাখে,আরো অনেক ইবাদত বন্দেগী করে। কিন্তু কিয়ামতের দিন তাদেরকে পুলসিরাতে আটকে দেয়া হবে। জাহান্নামের ওপরে একটি সেতু আছে, যাকে পুলসিরাত বলা হয়। সেটা সকলকেই পার হতে হবে। জান্নাতিরা সেটা পার হয়ে জান্নাতে দাখিল হবে। আর যারা জাহান্নামী হবে, তাদেরকে ঐ সেতুর ওপর থেকেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর যারা মানুষের গীবত করে, তাদেরকে ওই সেতুর গোড়ায় আটকে দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা গীবতের কাফফারা আদায় না করবে, সামনে যেতে পারবে না। অর্থাৎ, যাদের গীবত করেছো, পতাদের থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। তারা ক্ষমা না করা পর্যন্ত জান্নাতে যেতে পারবে না।

নিকৃষ্টতম সুদ হল গীবত করা। এক হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে,”সুদ এতটা মারাত্মক গুনাহ যে তার মধ্যে অগণিত খারাবী ও গুনাহের সমষ্টি বিদ্যমান। যার সর্বনিম্ন স্তর হলো, যেন কেউ তার নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো। সুদ সম্পর্কে এমন কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, যা অন্য কোন গুনাহ সম্পর্কে হয়নি। অথচ গীবত সেই সুদেরই নিকৃষ্টতম স্তর। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,’সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম সুদ হল অন্যায় ভাবে মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জত হানী করা অর্থাৎ গীবত করা।’(আবু দাউদ ৪৮৭৬)।গীবত করা আর মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া সমান।এক বর্ণনায় এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় দুজন মহিলা রোজা অবস্থায় কথাবার্তায় লিপ্ত

ছিল, কথার একপর্যায়ে তারা অন্যের গীবত শুরু করে দিল। কিছুক্ষণ পর এক ব্যক্তি এসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করল যে, দুজন মহিলা রোজা রেখেছিল, এখন তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। পিপাসায় তারা মরণাপন্ন। সম্ভবত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহি মারফত জেনেছিলেন যে, তারা কারো গীবতে লিপ্ত হয়েছিল। তাই তিনি বললেন, তাদেরকে আমার নিকট নিয়ে এসো। তাদের দুইজনকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত করা হল। তিনি দেখলেন বাস্তবিকই তারা মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছে গেছে। তিনি একটা পাত্র আনতে বললেন, পাত্র আনা হলে তিনি তাদের এক মহিলাকে ওই পাত্রে বমি করতে বললেন। সে বমি করতে শুরু করল, দেখা গেল ভবিষ সাথে পেটের ভেতর থেকে রক্ত ও গোশতের টুকরা বের হচ্ছে।তারপর অন্যজনকে বমি করতে বললেন। সেও বমি করলে দেখা গেল তাতে রক্ত গোশতের টুকরা রয়েছে। সেই রক্ত ও গোস্তের টুকরায় পাত্রটি ভরে গেল । এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এসব হলো তোমাদের ভাই-বোনদের রক্ত ও গোসত,যা তোমরা রোজা অবস্থায় খেয়েছ। অর্থাৎ তোমরা রোজা অবস্থায় জায়েজ খাবার থেকে তো বিরত রয়েছো, কিন্তু হারাম খাবার তথা গীবতের মাধ্যমে মুসলিম ভাইবোনদের রক্ত গোস্ত খাওয়া থেকে বিরত থাকোনি। ফলে তোমাদের এই অবস্থা হয়েছে। তারপর বললেন, সাবধান! ভবিষ্যতে কখনো অন্যের গীবত করবে না। এই ঘটনায় আল্লাহতায়ালা গীবতকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, গীবত আসলে কি জিনিস এবং তার পরিনাম কতটা ভয়াবহ।

গীবতের ক্ষতি

গীবত পার্থিব ও দুনিয়া উভয়টিরই ক্ষতির কারণ। গীবতের ক্ষতি নিম্ন রূপ :

এক) গীবত কারীর দোয়া কবুল হয় না। যে ব্যক্তি অনবরত গীবতে লিপ্ত থাকে সে খুব কমই অনুতপ্ত হয়। তাই তার দোয়া কবুল হয় না এবং তার প্রতি করুনা বর্ষিত হয় না।ফকিহ আবুল লাইস বলেন,তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় না :-১)হারাম খাদ্য দ্বারা উদরপূর্ণ কারী ব্যক্তি। ২)গীবত কারী ব্যক্তি ৩)হিংসুক ও কৃপণ ব্যক্তি।

হযরত ইব্রাহিম বিন আদহামকে জিজ্ঞাসা করা হল -আমরা দোয়া করি, অথচ আমাদের দোয়া কবুল হয় না কেন? তিনি বললেন তোমাদের দোয়ায় প্রাণের স্পর্শ নেই, কেননা তোমাদের অন্তর মরে গেছে। ফলে আল্লাহ তায়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল, অন্তর বা কলব মৃত হয় কি করলে? তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে বড় বড় আটটি দোষ রয়েছে, যা কলবের সজীবতা নষ্ট করে দেয়।

১)তোমরা আল্লাহর মহত্ব স্বীকার করো কিন্তু তার অধিকার আদায় করো না, তার বিধানের আনুগত্য করো না।

২)তোমরা কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত কর, কিন্তু কোরআনে বর্ণিত বিধান তদানুযায়ী আমল করো না।

৩)মুছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালবাসার দাবি করলেও তোমাদের জীবনে সবকিছু রাসুলের পরিপন্থী। ভালোবাসার স্বাভাবিক দাবি তো এটাই যে, তার আদর্শে তোমরা নিজেদেরকে আদর্শবান করবে।

৪)মৃত্যু এক অবধারিত সত্য। মৃত্যু থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। এ কথা তোমরা বেশ ভালো করেই জানো। অথচ অন্তরে তোমাদের মৃত্যুর কোন ভয় নেই। মৃত্যুর ভয় থাকলে অবশ্যই তোমরা প্রস্তুতি নিতে।

৫)আল্লাহতাআলা এরশাদ করেন, 'শয়তান তোমাদের চির শত্রু।অতএব শয়তান সম্পর্কে সতর্ক থেকো। শয়তানকে তোমরা নিজেদের বন্ধু বলে ধরে নিয়েছো'।(সুরা ফাতাহ)

৬)তোমরা জাহান্নামের কথা মুখে আলোচনা করো ঠিকই, কিন্তু জাহান্নামের কঠিন আজাব থেকে বাঁচার কোন চেষ্টা তোমাদের মধ্যে নেই।

৭)জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা ঠিকই কর, কিন্তু জান্নাতের জন্য তোমাদের কোন ব্যাকুলতা নেই।

৮)সকালে ঘুম থেকে উঠেই তোমরা মানুষের গীবত ও দোষ চর্চা শুরু করো, অথচ নিজেদের দোষ সম্পর্কে থাকো সম্পূর্ণ উদাসীন।

দুই:গীবতের কারণে আমলনামা থেকে সৎ কাজের পরিমাণ কমে যায়। আবু মামা আল বাহিলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি তার আমলনামা এমন কিছু নেক আমল দেখতে পাবে, যা সে কখনো করেনি। সে বলবে, হে প্রভু! এসব নেক কাজ তো আমি করিনি, তা কিভাবে আমার আমলনামায় যুক্ত হল? তখন মহান আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যেসব লোক তোমার গীবত করেছে, তাদের আমলনামা থেকে তাদের নেক কাজ বিয়োগ করে তা তোমার আমলনামায় লিখে দেওয়া হয়েছে। উক্ত সাহাবী থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি তার আমলনামায় তার কোন কোন নেক আমল লিপিবদ্ধ না দেখে জিজ্ঞেস করবে, হে আল্লাহ! আমিতো পার্থিব জীবনে অনেক নেক কাজ করেছি অথচ তা আমার আমলনামায় দেখতে পাচ্ছি না! তখন

মহান আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি অমুক অমুক লোকের গীবত করেছ। তাই তোমার আমলনামা থেকে তা বিয়োগ করে, তুমি যে ব্যক্তির গীবত করেছ, তার আমলনামায় তা যোগ করে দিয়েছি।হাসান বসরী রহমত উল্লাহ জানতে পারলেন যে, এক ব্যক্তি তার গীবত করেছে। তিনি তার জন্য কিছু উপহার সামগ্রী পাঠালেন এবং বললেন তুমি আমার গীবত করে, তোমার নেক আমল আমাকে দিয়ে দিয়েছো। তাই তোমার জন্য এই উপহার সামগ্রী পাঠালাম।

একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, দেউলিয়া কে? তা কি তোমরা জানো? সাহাবীগণ বললেন, যার কোন অর্থ-সম্পদ নাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, অর্থ সম্পদহীন ব্যক্তি দেউলিয়া নয়। বরং কিয়ামতের দিন দেখা যাবে, কোন ব্যক্তি এমন উপস্থিত হয়েছে যে, সে প্রচুর নামাজ রোজা করেছে, যাকাত দিয়েছে, কিন্তু সে কারো জায়গা জমি, অর্থ সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কারো গীবত করেছে, কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অত্যাচার করেছে বা হত্যা করেছে। সেদিন আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাপ্য পূর্ণরূপে পরিশোধ করে দিবেন। অতএব উপরোক্ত বদ কাজের কারণে সে লোকের আমলনামা থেকে তার নেক আমল কেটে নেয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে, তার আমলনামায় কোন নেক আমল আর বাকি নাই। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যক্তিরাই হলো দেউলিয়া।

৩)গীবতের কারণে বদ কাজের পরিমাণ বেড়ে যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘সাবধান! তোমরা গীবত থেকে দূরে থাকো। কারণ গীবতের মধ্যে তিনটি বিপদ রয়েছে। গীবত কারীর দোয়া কবুল করা হয় না, তার সৎ কাজ সমূহ কবুল করা হয় না এবং তার আমলনামায় তার পাপ বর্ধিত হতে থাকে।’ (খযিনাতুর রিসওয়াত)

৪)গীবতকারীর সৎ কাজ কবুল হয় না। যেমন উপরের হাদিস থেকে আমরা জানতে পেরেছি এবং এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 'বান্দার নেক আমল গীবতের দ্বারা যত দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় আগুনও তত দ্রুত শুকনা বস্তু ধ্বংস করতে পারেনা। (ইয়াহইয়াও উলুমুদ্দিন)।

অর্থাৎ শুকনো কাঠে আগুন লাগলে, তা কত দ্রুত জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় তা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখেনা। কিন্তু গীবত তার চেয়েও দ্রুত গতিতে নেক আমলসমূহ ধ্বংস করে দেয়। অনন্তর গীবতকারী কিয়ামতের দিন কঠিন হিসাবের সম্মুখীন হবে, অপমানিত ও লজ্জিত হবে, নিজের দেহের গোশত চিবিয়ে খাবে, নখের আঁচড়ে নিজের দেহ ক্ষতবিক্ষত করবে, দোযখে যাবে সর্বাগ্রে কিন্তু জান্নাতে যাবে সবশেষে। তাছাড়া গীবতের আরো বহু ক্ষতিকর দিক রয়েছে। যেমন গীবতকারী আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, তার শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, শয়তান তার প্রতি প্রসন্ন হয়, সে আল্লাহর অসন্তোষ এর শিকার হয় ইত্যাদি।

পাঁচ :রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবতকারীকে পুনরায় রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দুই রোজাদার ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আসরের নামাজ পড়লো। আসরের নামাজের পর তিনি তাদের বললেন, তোমরা উভয়ে অজু করে জোহর ও আসরের নামাজ পুনরায় পড়ে নাও এবং রোজা ও কাজা করো। তারা বলল,হে আল্লাহর রাসূল! কেন আমাদের জন্য এই হুকুম? তিনি বললেন, তোমরা রোজা অবস্থায় গীবত করেছো।(মিশকাতুল মাসাবীহ)।

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আজ যেন কেউ আমার নির্দেশের পূর্বে ইফতার না করে। সন্ধ্যা হলে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে তার অনুমতি নিয়ে ইফতার করতে থাকে।

এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! দুই যুবতী নারী আমার ঘরে রোজাদার। তারা আপনার নিকট আসতে লজ্জাবোধ করছে এবং ইফতার করার অনুমতি চাচ্ছে। একথা শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি পরপর তিনবার তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। তৃতীয়বারের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের রোজা হয়নি। কারণ যে ব্যক্তি দিনভর মানুষের গোস্ত খায় (গীবত করে বেড়ায়) তার রোজা কিভাবে হতে পারে? তাদের দুজনকে এখানে এসে বমি করতে বল। তারা তার দরবারে উপস্থিত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের একটি পাত্রে বমি করতে বলেন। তারা পূজ মিশ্রিত রক্ত বমি করল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই দুই নারী সারাদিন এক জায়গায় বসে মানুষের বস্তু খেয়েছে, অর্থাৎ গীবত করেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এমন চারটি জিনিস আছে যার দ্বারা ওযু নষ্ট হয়ে যায়, নেক আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং রোজা ও বাতিল হয়ে যায়। তা হল :গীবত,চোগলখরি, মিথ্যাচার এবং বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত। এই চারটি পাপাচারেরশিকড় কে সজীব করে, যেভাবে পানি গাছের শিকড় কে সজীব করে। (তামবিহুল গাফিলিন)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, ‘এমন পাঁচটি জিনিস আছে যার দ্বারা রোজা নষ্ট হয়ে যায়, সেগুলো হলো :মিথ্যাচার, চোগলখরি, গীবত, মিথ্যা শপথ এবং কোন নারীর প্রতি কামভাব নিয়ে তাকানো। (ইহ ইয়াউ উলুমিদ্দিন)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি রোজা থেকেও মিথ্যাচারী পরিত্যাগ করতে পারেনি তার পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহর কিছু যায় আসে না।’(তিরমিজি)

অর্থাৎ আল্লাহ তার রোজার কোন মর্যাদা দেন না। মোল্লা আলী আল কারী রহমাতুল্লাহ মিরকাদ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘কাওলায-যূর অর্থ বাতিল কথা, যা মানুষের পরিহার করা কর্তব্য।’

গীবতের স্তর

গীবতের স্তর চারটি -১)কুফরি ২)নিফাক ৩)হারাম ৪)মুবাহ বা।বৈধ।

১)কুফরি :গীবত অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে হারাম। গীবত হারাম হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলে, সে কুফরি করবে এবং অস্বীকারকারী হবে কাফের। অর্থাৎ যে বলবে গীবত হালাল, সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ এটা কুরআন ও হাদিসের দলিলের ভিত্তিতে প্রমাণিত।যেমন, এক ব্যক্তিকে গীবত করতে দেখে অপর ব্যক্তি তাকে বলে, গীবত করবে না। সে বলে এটা গীবত নয়। তার যথার্থ দোষ ত্রুটি বর্ণনা করছি। এই অবস্থায় গীবতকারী কাফের হয়ে যায়। কারণ হারামকে হালাল বলা কুফর।

২)নিফাক :এক ব্যক্তির কথা অন্য ব্যক্তির কাছে ঝগড়া লাগানোর উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে নিফাক। কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে, এমন ভাষায় তার গীবত করলো, যাতে শ্রোতারা বুঝে যে, সে তার গীবত করছে। এই পন্থায় গীবতকারী মোনাফিক। কারন বাহ্যত সে গীবত পরিহার করলেও মূলত বিপদে লিপ্ত রয়েছে।

৩)হারাম :গীবত চুড়ান্তভাবেই হারাম এবং সরাসরি কুরআনের আয়াত দ্বারা, তা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, সূরা হুজুরাত১২

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ ١٢

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনেক কু-ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, কতক্ষন ধারণা গুনাহ।আর তোমরা একে অন্যের দোষত্রুটি অন্বেষণ করোনা এবং পরস্পর গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোস্ত ভক্ষণ করতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো তা ঘৃণাই কর। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী,পরম দয়ালু।

আলোচ্য আয়াতে তিনটি বিষয়ে হারাম করা হয়েছে। কারো প্রতি কু ধারনা করা, অন্যের দোষ ত্রুটি অনুসন্ধান করা, গীবত করা। এই তিনটি কাজের মধ্যে গীবত অন্যতম। গীবত করা হারাম ও কবিরা গুনাহ। অর্থাৎ মৃত মানুষের গোস্ত খাওয়া যেমন হারাম ও অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ, তেমনিভাবে গীবত হারাম ও অত্যন্ত নিকৃষ্ট। কাজ।

৪)মুবাহ বা বৈধ :জালেমের জুলুম প্রমাণ করার জন্য, জালেমের দোষ বলা মুবাহ বা বৈধ।এক ব্যক্তি দ্বারা অন্য ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিন্তু সে অবহিত নয় যে, তার দ্বারা কে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই অবস্থায় তার গীবত করা বৈধ, যাতে সে অন্য লোকের ক্ষতির কারণ না হয়। যেমন কোন ব্যক্তি গোপনে পাপাচারে লিপ্ত আছে এবং কোন আলেম ব্যক্তি তার সাথে ওঠাবসা করছে। এই অবস্থায় তার সাথে উঠাবসা করার কারণে হয়তো আলেম ব্যক্তি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। সুতরাং লোকদের সতর্ক করার জন্য তার দোষত্রুটি প্রকাশ করে দেয়া বৈধ। অথবা কোন ব্যক্তি একজনের কথা অন্যজনের সাথে বলার কারনে মানুষের মধ্যে বিবাদ বাধে।এই অবস্থায় তার গীবত করা বৈধ। অথবা বিচারকের আদালতে কেউ মোকদ্দমা দায়ের করল, বিবাদী সাক্ষীগনের মিথ্যাচার,দোষত্রুটি ও

অযোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত করা, এই অবস্থায় আদালতের সামনে তাদের স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়া, বিবাদের জন্য অবৈধ নয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, কোন ব্যক্তি গোপনে কোন খারাপ কাজে লিপ্ত থাকলে এবং তার দ্বারা অন্য কোন ক্ষতি না হলে তার গীবত করা বৈধ নয়। এই জাতীয় দোষ ত্রুটি প্রকাশ করে দিলে আল্লাহ মানুষের সামনে দোষ প্রকাশকারীকে অপমানিত করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন। যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইয়ের দোষত্রুটি প্রকাশ করে দেয়, আল্লাহ তাআলা তার দোষত্রুটি প্রকাশ করে দেবেন, এমনকি তার ঘরেও তার দোষ চর্চা হতে থাকবে’(নুজহাতুল মাজালিস)

কোন বান্দা পৃথিবীতে অন্য বান্দার দোষ ত্রুটি আড়াল করে রাখলে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি আড়াল করে রাখবেন। (মুসলিম হাদিস)। যে ব্যক্তি নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে পাপ কাজ করে বেড়ায় এবং কেউ সমালোচনা করলে বা সতর্ক করলে তার কোন প্রভাব তার ওপর পতিত হয় না। এই ধরনের লোকের গীবত করা সর্বসম্মতভাবেই বৈধ। শেখ সাদী রাহমাতুল্লাহ বলেছেন, তিন ব্যক্তির গীবত করা বৈধ - বেহায়া, স্বৈরাচারী শাসক এবং যার গোপন পাপাচার অন্যের ক্ষতির কারণ হয়।

এছাড়াও কখনো কখনো কারো দোষ বলা ওয়াজিব। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করতে বললে, তার গীবত করা ওয়াজিব।

গীবত করার পরিণাম

আল্লাহতালার কাছে গীবত একটি বড় ধরনের অপরাধ। তাই এর পরিনামও বড় ভয়াবহ। এর পরিণাম উভয় জগতেই হয়ে থাকে। গীবতের কারণে ব্যক্তি যেভাবে দুনিয়ার জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পরকালের জীবনেও তার চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মানুষ গীবতের মাধ্যমে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। যেমন :

১)গীবতের ফলে বিদ্বেষ ও বিভেদ সৃষ্টি হয় :গীবতের অন্যতম বড় কুফল হচ্ছে, এর ফলে মুসলমানদের একতা বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যেকের অন্তরে অন্যের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। ভালোবাসা ও প্রীতি বিলুপ্ত হয়।

২)গীবতের কারণে গীবতকৃত ব্যক্তির প্রতি অনাস্থা জন্মে :যার গীবত করা হয় তার দোষ গুলো মানুষের মাঝে প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ফলে তার প্রতি মানুষের অনাস্থা জন্ম নেয়। তাছাড়া অপরের দোষ বর্ণনা করার কারণে গীবত কারীর প্রতি ও মানুষের অনাস্থা তৈরি হয়।

৩)গীবত কারী মানুষের নিকট আস্থা হারিয়ে ফেলে :দুনিয়াতে গীবতের একটা বড় কুফল হচ্ছে গীবতকারী সকলের আস্থা হারিয়ে ফেলে। কেউ তার ওপর আস্থা স্থাপন করতে ভরসা পায় না। কেননা সকলে একথা মনে করে যে, আজ যেমন সে আমাদের সামনে অন্য মানুষের দোষ আলোচনা করছে তেমনি সে যে কাল অন্যের সামনে আমাদের দোষ আলোচনা করবে না তার কি নিশ্চয়তা আছে? যে ব্যক্তি তোমার সামনে অন্যের নিন্দা করছে তার কাছে এই আশা তুমি করোনা যে, অন্যের কাছে সে তোমার সুনাম করবে। কেননা দোষ চর্চা করাটাই হচ্ছে তার মজ্জাগত পেশা।

৪)গীবত করলে শয়তান আনন্দিত হয় :একদিন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম শয়তানকে দেখতে পেলেন, তার এক হাতে মধু এবং আরেক হাতে ছাই রয়েছে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম শয়তানকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে শয়তান বলল, 'এ ছাই আমি এতিমদের চেহারায় নিক্ষেপ করি, যাতে তাদের চেহারা বিশ্রী হয়ে যায় এবং মানুষ তাদের থেকে দূরত্ব অবলম্বন করে, তাদের খোঁজখবর না রাখে। আর এ মধু আমি গীবত কারীদের মুখে নিক্ষেপ করি। কেননা, আমি গীবত কারীদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্ত হয়ে থাকি।'উল্লেখ্য, শয়তান খুশি হওয়ার এখানে দুটি কারণ রয়েছে -এক. শয়তান আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য, তাই তার প্রতি আল্লাহতালা ক্রোধান্বিত। সুতরাং শয়তানের সন্তুষ্টি আল্লাহ তায়ালার ক্রোধান্বিত হওয়ার কারণ।

দুই. শয়তান মানুষের প্রাণের শত্রু। কেননা, সে সর্বদা সর্বাবস্থায় মানুষের ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্রে লেগে থাকে, যা প্রকারান্তরে মানুষের জীবন হরণের চাইতেও বেশি ক্ষতিকর।

৫)গীবত করলে আল্লাহ ও তার নবীর অবাধ্যতা করা হয় :আল্লাহ তাআলা বলেন -

وما آتاكم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

'রাসূল তোমাদের নিকট যা কিছু নিয়ে আসেন তোমরা তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেন তা হতে তোমরা বিরত থাকো।'(সূরা হাশর -৭)

সুতরাং যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে গীবত করা হয়, তবে তা আল্লাহর নবীর অবাধ্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬)পাপের দিকে মন আকৃষ্ট হয় :কিছু কিছু পাপ আছে যা সংঘটিত হওয়ার কারণে আরো কতগুলো পাপ সংগঠিত হয়ে পাপকে আরও

শক্তিশালী করে। গীবত তার মধ্যে একটি। চারটি জিনিস হচ্ছে পাপের মূল, ১)গীবত ২)মিথ্যা ৩)চোগলখরি ৪)অন্য নারীর সতীত্বের দিকে তাকানো।

৭)গীবত কারীর শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় :গীবত কারী ব্যক্তি যতজন লোকের গীবত করে তত জন লোকের ঘৃণার পাত্র ও শত্রুতে পরিণত হয়। তাই তার শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

৮)গীবতকারী আল্লাহর অসন্তুষ্টির শিকার হয় :আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে গীবত করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও বান্দা যদি তার নিষেধ অমান্য করে গীবতের মতো ঘৃণিত অপরাধ করে বেড়ায় তবে আল্লাহ তা'আলা তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট হন।

৯)গীবত বড় ধরনের সুদ :আমরা মনে করি যে, শুধু টাকা পয়সাতেই সুদ রয়েছে, কিন্তু তা নয়। গীবতের মাধ্যমেও সুদের সমান অপরাধ হয়ে থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সবচেয়ে বড় সুদ হচ্ছে অন্যায় ভাবে কোন মানুষের মান সম্মানের ওপর আঘাত করা।'(আবু দাউদ হাদিস ৪৮৭৮)

১০)গীবতের কারণে আমল নষ্ট হয়ে যায় :রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার শাহবান কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো প্রকৃত দরিদ্র নিঃস্ব কে? সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো মনে করি যার কাছে অর্থ করি নাই সেই নিঃস্ব দরিদ্র। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিঃস্ব ও দরিদ্র ঐ ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন অনেক নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু একদল লোক আল্লাহর দরবারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবে। কারো অর্থ সে আত্মসাৎ করেছে , কাউকে গালি দিয়েছে, কারো গীবত ও দোষ চর্চা করেছে। কিংবা কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে ইত্যাদি। আল্লাহ

সকলের মধ্যে তার নেক আমল বন্টন করা শুরু করবেন। তার নেক আমল শেষ হয়ে যাওয়ার পরও যদি অভিযোগকারীদের পাওনা শেষ না হয় তখন সকলের গুনাহ্ ও বদআমলের বোঝা তার ওপর চাপিয়ে দেবেন। সে সকলের বদ আমলের বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। সেই হলো সত্যিকারের দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তি।'(মুসলিম হাদিস)।

গীবত থেকে বাঁচার উপায়

১)রাগ ও ক্রোধকে সংযত রাখা :সর্বাবস্থায় রাগ ও ক্রোধকে সংযত রাখতে হবে। কেননা মানুষ যখন কারো প্রতি রাগান্বিত হয়, তখন তার সম্পর্কে এমন সব কথা বলে থাকে যার অধিকাংশই গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

২)হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকা :

হিংসা বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা হিংসা-বিদ্বেষের কারণেই মানুষ একে অপরকে ঘৃণার চোখে দেখে। আর যখন একে অপরের সাথে খারাপ মনোভাব তৈরি হয়, তখনই মানুষ বিবতে লিপ্ত হয়। অতএব আমাদের উচিত গীবতকে পরিহার করার জন্য হিংসা বিদ্বেষ থেকে নিজেকে দূরে রাখা।

৩)অহংকার থেকে বিরত থাকা :

অহংকার থেকে বিরত থাকতে হবে এবং আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে। কেননা আগুন যেমনি ভাবে কাঠ কে খেয়ে ফেলে ঠিক তেমনি ভাবে অহংকার মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। অহংকারের কারণে মানুষ অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং গিবতে জড়িয়ে পড়ে।

৪)অপরকে তুচ্ছ না ভাবা :

নিজেকে আল্লাহর নগণ্য বান্দা ভাবতে হবে এবং অপরকে বড় হিসাবে দেখতে হবে। কেননা নিজেকে বড় ভাবা এবং অপরকে ছোট ভাবা থেকে অনেক সময় গীবত হয়ে থাকে। আল্লাহতালা বলেন, "হে ঈমানদারগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে, কেননা সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে।"(সূরা হুজুরাত -১১)।

৫)অহেতুক ঠাট্টা বিদ্রুপ না করা :

কারো কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে ঠাট্টা, উপহাস করা থেকে দূরে থাকতে হবে। বন্ধুবান্ধব বা অন্য কারো সাথে হাসি ঠাট্টা করতে গিয়েও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আমি যে বিষয় নিয়ে হাসি ঠাট্টা করছি তা গীবতের মধ্যে পড়ছে কিনা। যদি তা গিবতের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে এবং যারা এসব করছে তাদেরকেও তা থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিতে হবে। এভাবে নিজেকেও গীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে এবং নিজের কর্ণকেও গীবত থেকে বিরত রাখা যাবে। এরকম চলতে থাকলে এক সময় গীবত বা দোষ চর্চা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ইনশাআল্লাহ।

৬)যার দোষ তাকেই বলা :

কারো কোন ভুল ত্রুটি হতে দেখলে সাহস করে দ্রুত তাকে তা জানাতে হবে যাতে করে সে নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারে।

৭)অনর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাকা :

বেহুদা কথা ও অযথা সময় নষ্ট করা থেকেই গীবতের সূত্রপাত। তাই গীবত বা দোষ চর্চার মত মারাত্মক অপরাধ থেকে বাঁচার জন্য বেহুদা

কথা ও অযথা সময় নষ্ট করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলা থেকে যতটা সম্ভব নিজেকে বিরত রাখতে হবে। যে সময় টুকু অবসর পাওয়া যায় সে সময়টুকু আল্লাহর জিকিরে কাটানোর চেষ্টা করতে হবে। তাহলে দেখা যাবে এর দ্বারা একদিকে নিজেকে গীবত থেকে বিরত রাখা যাবে, আবার অপরদিকে আল্লাহর জিকির করার কারণে অসংখ্য সওয়াবও অর্জিত হবে।

৮)গীবত সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা :

কোরআন হাদিস ও ইসলামী বই পুস্তক নিয়মিত পাঠ করতে হবে, যাতে করে কোনটা গীবত আর কোনটা গীবত না তা যথাযথভাবে নির্ণয় করা যায় এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর ভয় মনে জাগ্রত করে গীবতের মত বড় অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে সাহায্য পাওয়া যায়।

৯)আত্ম প্রশংসা থেকে বিরত থাকা :

আত্ম প্রশংসা না করে নিজের অসংখ্য ভুলের বা গুনাহের কথা স্মরণ করে বার বার তওবা করতে হবে ।

১০)প্রতিটি কথা রেকর্ড হয় এ কথা মনে রাখা :

মনে রাখতে হবে যে, আমরা যাই বলি না কেন তা আল্লাহর ফেরেশতারা যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। আর এজন্য আমাদেরকে আল্লাহর নিকট হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيد .ٌمَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيد.ٌ

“স্মরণ রেখো! দুই ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য অতন্ত্র প্রহরী তার নিকোটি রয়েছে। (সূরা কাফ -১৭,১৮)

১১)কথা কম বলা ও চিন্তা গবেষণা বেশি করা :

কথা কম বলে চিন্তা গবেষণা করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং অতিরিক্ত হাসি তামাশা থেকে দূরে থেকে রাসূলের চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকতেন, অল্প হাসতেন, তার সাথীরা কবিতা এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা কালীন সময়ে তিনি হাসতেন, তবে মুচকি হাসতেন। সুতরাং যারা রাসূলের উম্মত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসে ও তাকে অনুসরণ করে তাদের উচিত ভালো কথা বলা, অন্যথায় চুপ থাকা।

১২)কোরআনের সাথে সময় ব্যয় করা :

বেশি বেশি কোরআন তেলোয়াত করতে হবে। প্রতিদিন বুঝে বুঝে কোরআন পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং যতটুকু সম্ভব মুখস্ত করার চেষ্টা করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোরআন পাঠকারীকে বলা হবে, পড়ো যেভাবে দুনিয়াতে তারতিল এর সাথে পড়তে। তোমার স্থান শেষ আয়াত পর্যন্ত হবে, যা তুমি পড়েছিলে। যখনই কোরআন শুনতে পাওয়া যাবে তখনই কথা না বলে তাস শ্রবণ করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

“যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং চুপ থাকো, যাতে করে তোমাদের ওপর করুণা বর্ষিত হয়। (সূরা আরাফ -২০৪)।

১৩)যাচাই-বাছাই করে কথা বলা :

আমাদের নিকট সোনা বা লিখিতভাবে যেসব খবর পৌঁছে থাকে তা যথাযথ ভাবে যাচাই-বাছাই করে বৈধ পন্থায় অপরের কাছে বলার এবং পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। কেননা এতে মিথ্যা কথা হওয়ার আশঙ্কা

রয়েছে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “কোন ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই প্রচার করে।” (মুসলিম হাদিস ৭)।

১৪)গীবত প্রতিহত করা এবং তা শোনা থেকে বিরত থাকা :

যখন কোন ব্যক্তি কারো গীবত শুরু করে তখনই শ্রোতার উচিত হল গীবতকারীকে গীবতের পরিণতির কথা জানিয়ে দেয়া এবং এ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেয়া। যাতে করে গীবত শোনার অপরাধ থেকে নিজেকে বাঁচানো যায়। কেননা কিয়ামতের দিন গীবত শ্রবণের অপরাধেও মানুষকে পাকড়াও করা হবে।

গীবতের কাফফারা

কখনো কারো গীবত হয়ে গেলে তার কাফফারা হলো,তার জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করা।যদি এরকম হয়, কোন ব্যক্তির হুশ হলো যে, সে যাবৎকাল উদাসীনতার মধ্যে ডুবে ছিল।ফলে তার দ্বারা বহু লোকের গীবত হয়ে গেছে। কত লোকের গীবত করেছে তা নির্দিষ্ট করে বলাও মুশকিল। এখন সে দৃঢ় সংকল্প করলো যে, ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ আর কারো গীবত করবো না। কিন্তু যাদের গীবত হয়ে গেছে তাদের কোথায় খুঁজে বেড়াবে এবং তাদের থেকে ক্ষমা লাভের উপায় কি হবে? এখন তার উপায় হল, তাদের জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করা।

গীবত শুনলে যা করা উচিত

যখন আমাদের সামনে কেউ গীবত করবে আমাদের যা করা উচিত হবে।

১)ক্ষমতা থাকলে সরাসরি বাধা দেওয়া

২)গিবতকৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা, যাতে গীবতকারী তার কথা বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

৩)গীবতকারীকে বিশ্বাস না করা। কেননা জীবন একটি মহাপাপ। তাই গীবতকারী কখনো বিশ্বস্ত হতে পারে না।

৪)গীবতকৃত ব্যক্তির প্রতি খারাপ ধারণা না করা।

৫)গীবতের কথা শুনে এগুলো অন্যের কাছে প্রচার না করা।

গীবত প্রতিহত করার ফজিলত

অন্যায় কাজকে প্রতিহত করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যেরই নামান্তর। আর গীবত যেহেতু একটি বিশেষ অন্যায় কাজ, তাই তা প্রতিহত করার ফজিলত ও বিশেষ ধরনের। যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইকে সাহায্য করবে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাকে সাহায্য করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের ইজ্জত রক্ষা করবে অর্থাৎ গীবত হতে থাকলে তা বন্ধ করার চেষ্টা করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।”(তিরমিজি হাদিস ২০৫৬)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

“যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ওপর থেকে দুনিয়ার কোন কষ্ট দূর করবে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সহজ পন্থা অবলম্বন করবে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তার সাথে সহজ ব্যবহার করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ ত্রুটি ঢেকে রাখবে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষত্রুটি ঢেকে রাখবেন। আর যতক্ষণ কোন বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকবে ততক্ষণ আল্লাহ তাআলাও তাকে সাহায্য করবেন।”

চোগলখোরী এবং গীবতের পার্থক্য গত দিকসমূহ

চোগলখোরী বলা হয় একের কথা অপরকে বলে উভয়ের মাঝে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করা ও ঝগড়া ফাসাদ লাগিয়ে দেওয়া।

গীবত যে আগুন জ্বালায় চোগলখরী তাকে বিস্তৃত করে নতুন দিকে ছড়িয়ে দেয়, ইসলামের দৃষ্টিতে এটা মারাত্মক অপরাধ। কেননা ইসলাম যে ধরনের একটি আদর্শ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ কামনা করে সে সমাজে চোগলখোর ও গীবত কারীর কোন অস্তিত্ব নেই।

চোগলখরী হচ্ছে একজনের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে দেয়া এবং গীবত হচ্ছে কারো অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে আলোচনা করা ;যেটা সে শুনলে মনে কষ্ট পাবে। কুরআন ও হাদিস থেকে চোগলখরী ও গীবত সম্পর্কে বুঝা যায় এ দুটি পরস্পর সম্পর্কিত।অতএব আমাদের প্রত্যেকের উচিত এসব বিষয় ভালোভাবে জেনে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে বসবাস করা উচিত। কেননা এ সমস্ত ক্ষতি থেকে আমাদের আত্মরক্ষা করা একান্তভাবেই প্রয়োজন তা না হলে যেভাবেই অতিবাহিত হোক না কেন পরকালীন জীবনে নিষ্কৃতি পাওয়ার আর কোন উপায় নেই। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এ থেকে পরিত্রাণের পথ যেন প্রদর্শন করেন।

গীবতের মত চোগলখোরীও একটি মারাত্মক বদভ্যাস,একটি পাপাচার। কুরআন মাজিদে এবং হাদিসে চুগলখোরীর সমালোচনা করা হয়েছে। চোগলখোরীও গিবতের একটি শ্রেণী। যে ব্যক্তি ক্ষতিসাধন ও শত্রুতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা অন্যজনের কাছে বলে বেড়ায় তাকে চোগলখোর বলে।এটাও গিবতের ন্যায় কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এসব গুনাহ থেকে আত্ম রক্ষার জন্য সর্বদা সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। “ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টির জন্য একের কথা অন্যের কাছে পৌঁছানোকে চোগলখোরী বলে।

মহান আল্লাহ বলেছেন

هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ

"যে লোক গালিগালাজ করে, অভিশাপ দেয় এবং চোগলখরি করে বেড়ায়।” (সূরা কলম :১৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “চোগলখোর কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।” (বুখারী, মুসলিম)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সর্বাধিক অভিশপ্ত যে চোগলখোরী করে বেড়ায়,ভাই বন্ধুদের বিভেদ সৃষ্টি করে এবং উত্তম লোকদের দোষ ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়।”

ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ জান্নাত সৃষ্টি করার পর বলেন, কিছু বল। জান্নাত বলে, যারা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে তারা হবে সৌভাগ্যবান। আল্লাহ বলেন, আট শ্রেণীর লোক তোমার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু চোগলখোর এদের অন্তর্ভুক্ত। (ইহইয়াউ উলুমউদ্দিন)।

অতএব চোগলখোরী ও চোগলখোর সম্পর্কে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। চোগলখোরী একটি কবিরা গুনাহ।তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে এবং আল্লাহর দরবারে তওবা করে ক্ষমার আবেদন করত

গীবত জায়েজ করার জন্য নফসের যুক্তি

এক ব্যক্তি হযরত থানভী রহমাতুল্লাহ কে বলেছিল, আমার নস আমাকে যুক্তি দেখায়, লোকে তো তোমার অভিবোধ করে থাকে। কিয়ামতের দিন যখন এজন্য ধরা হবে, তখন গীবত কারীদের থেকে যে পূন্য তোমার অর্জিত হবে,তাই তোমার পক্ষ থেকে তুমি যাদের গীবত করেছিলে তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে। ফলে তোমার নিজের পূর্ণ মোটেও কমবে না। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি কারো গীবত করে তার পূর্ণ সেই গীবতকৃত ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হয়। আমার মাথায় যুক্তি দাড়িয়ে গেছে যে, আমি যেমন মানুষের গীবত করি, তেমনি মানুষও আমার গীবত করে। যারা আমার গীবত করে, আমি তাদের পূর্ণ লাভ করি আর আমি যাদের গীবত করি, আমার পূর্ণ তারা পেয়ে যাবে। কাজেই ব্যাপারটা সমান সমান হয়ে যায়। এটা নিয়ে বিশেষ চিন্তার কোন কারণ নেই। এমন যুক্তির উত্তরে হযরত থানভী রহমতউল্লাহ বলেন, প্রথম কথা হল, অন্যদের থেকে যে পূর্ণ পাওয়া যাবে, প্রতিকারের জন্য যে তাই যথেষ্ট হবে, এর তো কোন প্রমাণ নাই। এমনও হতে পারে যে, অন্যদের থেকে পাওয়া পুণ্য তোমারি থেকে যাবে এবং তোমার উপার্জিত পুণ্য হকদারদেরকে দিয়ে দেয়া হবে। ফলে তুমি আটকা পড়ে যাবে। কেননা

নাজাতের জন্য অন্যদের থেকে পাওয়া পূণ্য হয়তো যথেষ্ট হবে না। দ্বিতীয়তঃ তুমি যা পাবে আর যা অন্যকে দিবে তা সমপরিমাণ হবে বলে নিশ্চিত হও কি করে? এমনও তো হতে পারে যে, তুমি পাবে কম, আর তোমার থেকে নেয়া হবে বেশি। এ অবস্থায় পুরোপুরি প্রতিকার কিভাবে সম্ভব হবে? অর্থাৎ গীবত কারীদের থেকে যে পূণ্য তোমার অর্জিত হয়েছে ঠিক তাই যে তুমি যাদের গীবত করেছ তাদের কাছে যাবে এর প্রমাণ কি? এমনও তো হতে পারে যে, তোমার নামাজ, তোমার রোজা, তোমার তিলাওয়াত ও জিকির ইত্যাদির পুরো সওয়াব তোমার কাছে চলে আসবে। তাছাড়া উত্তম সওয়াব সমান সমান হওয়ার হওয়ারও কোনো প্রমাণ নেই। তার যে পরিমাণ সওয়াব তোমাকে দেয়া হবে, ঠিক সেই পরিমাণে যে তোমার থেকে নেয়া হবে, তার কোন দলিল নেই।

এসব কুযুক্তি ও অপব্যাখ্যা শয়তানি যোগায়।মানুষকে পাপাচারে লিপ্ত করার জন্যই সে প্রোরচনা দেয়, এই এই কর, তাহলে আটকা পড়বে না। আখেরাতে যখন সওয়াব ও পুণ্যের ব্যাপারটা সামনে আসবে, আর নিজের কামাই করা পূণ্য অন্যের কাছে চলে যাবে, তখনই বুঝা যাবে যে, শয়তানের ধোকা কত মারাত্মক ছিল।

চিকিৎসা হলো হিম্মত ও পরিকল্পনা

হযরত থানভী রহমাতুল্লাহ বলেন, গীবত একটি ইচ্ছাধীন কাজ।এর থেকে বাঁচার উপায় হল হিম্মত জাগ্রত করা ও পরিনাম চিন্তা করা। তার জন্য সহায়ক ব্যবস্থা এটা হতে পারে যে, একবার গীবত হয়ে গেলে

একবেলা অনাহারে থাকা। অর্থাৎ যারা গীবত করা করে তারা নিজ ইচ্ছাতেই করে। বোথ ইচ্ছার বাহিরের জিনিস নয় যে, তা অনিচ্ছাতেই হয়ে যায়। ইচ্ছাতিত বিষয় হলে তা কখনো হারাম হতো না।আল্লাহ তায়ালা এমন কোন জিনিসকে হারাম করেননি, যা থেকে বাঁচা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

"আল্লাহ তায়ালা মানুষের উপর এমন কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যের বাহিরে।" (সূরা বাকারা :২৮৬)

সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নাই যে, জীবন থেকে মানুষ ইচ্ছা করলেই বাঁচতে পারে। যেহেতু এটা ইচ্ছাধীন বিষয়। অবশ্য তার জন্য হিম্মত আবশ্যক। দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ হতে হবে যে, এইগুলা আমি আর কখনো করবো না। মুখ থেকে কখনো গলত কথা বের করব না।সর্বদা মুখের হেফাজত করে চলবো। সেই সাথে দরকার গীবতের গুনাহ ও শাস্তির কথা মাথায় রাখা।অর্থাৎ এটা অত্যন্ত কঠিন গুনাহ।যার ফলে নিজের নেকি অন্যের হাতে চলে যায়। এই চিন্তা চেতনা অন্তরে জাগ্রত রাখলে ইনশাআল্লাহ তার থেকে বাঁচা সহজ হবে।

গীবত হয়ে গেলে নিজের উপর শাস্তি আরোপ করতে হবে। অর্থাৎ ধার্য করে নিতে হবে যে, ভবিষ্যতে কখনো গীবত হয়ে গেলে নিজেকে শাস্তি দিব। যেমন গীবত যদি হয়ে যায় তাহলে নিজেকে অনাহারে রাখা, নফল নামাজ পড়া, সাদকাহ করা ইত্যাদি। এগুলো নিজের উপর আরোপ করার মাধ্যমে আমরা গীবত থেকে বাঁচতে পারি।

হযরত থানভী রহমতউল্লা বলেন, গীবতের চিকিৎসা হলো, তাওয়াজু বা বিনয়।তবে তাওয়াযু একদিনে পয়দা হয় না। তাই এই গুণ অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে। সে ব্যবস্থা হল,

চিন্তাভাবনা ছাড়া কোন কথা না বলা। যেকোনো কথাই ভেবেচিন্তে বলা। এতে দিনে দিনে গীবতের মাত্রা কমে আসবে। এক সময় দেখা যাবে গীবত আর হয়ই না। কখনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কোন কথা বলা হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওবার নিয়তে দু'রাকাত নামাজ পড়ে নিতে হবে। অর্থাৎ মানুষের প্রথম চেষ্টা থাকবে, যাতে গীবত না হয়। এর জন্য অন্তরে তাওয়াযু তথা বিনয় সৃষ্টি করতে হবে। মনে রাখতে হবে, অন্তরে বিনয় না থাকার ফলেই মানুষ গীবতে লিপ্ত হয়। কেউ যখন নিজেকে বড় মনে পরে ও অহংকারে লিপ্ত হয়, তখনই সে অন্যের গীবত করে ও পরের দোষ নিয়ে মাতামাতি করে। কারো নিজ দোষ ত্রুটির দিকে নজর থাকলে এবং নিজেকে শোধরানোর ফিকির থাকলে অন্যের দোষ দেখার মত সুযোগ তার থাকে কোথায়? সে তো নিজের ব্যথায় অস্থির থাকবে।আমার মধ্যে এই দোষ আছে, আমি এই ত্রুটিতে লিপ্ত, আমার সংশোধন কিভাবে হতে পারে? অন্যের দোষ দেখে বেড়াবে কখন?হ্যাঁ, অন্তরে যদি তাকাব্বুর থাকে, নিজেকে বড় অন্যকে ছোট মনে করে, নিজেকে শোধরানোর কোনো চিন্তা না থাকে, তখন সে অন্যের ছিদ্রান্বেষণেই লিপ্ত থাকবে। অমুকের এই দোষ, অমুকে সেই দোষ, এসব নিয়ে এসে ব্যস্ত থাকবে। আর কখন কারো কাছে এসব বলে বেড়াবে সেই সুযোগ খুঁজবে। সুতরাং গীবতের শিকড়ই হল, অহংকার ও তাকাব্বুর। এই শিকড় উপরে ফেলতে পারলে মুখে কখনো কারো গীবত আসবেই না। তাই গীবতের মূল এলাজ হলো,অন্তর থেকে তাকাব্বুর হটানো ও সেখানে তাওয়াযু বসানো।

গীবতের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কিছু কাজ।

কুটনামির মাধ্যমে গন্ডগোল সৃষ্টি :মহান আল্লাহর বাণী:

هَمَّازٍ مَّشَّاءٍۭ بِنَمِيمٍ

"যে ব্যক্তি গালিগালাজ করে, অভিশাপ দেয়, চোগলখুরি করে বেড়ায় (সূরা কলম :১৬)

ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد

"যে কথাই তার মুখে উচ্চারিত হয়, তা হেফাজতের জন্য একজন সদা প্রস্তুত পর্যবেক্ষণকারী নিযুক্ত রয়েছে।" (সূরা কাফ :১৮)

হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "চোগলখোর কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না"। (বুখারী ও মুসলিম)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বলেন, এই দুই ব্যক্তিকে আজাব দেওয়া হচ্ছে। কোন বড় পাপের কারণে তাদের আজাব হচ্ছে না। কিন্তু হ্যাঁ, বিষয়টা বড়ই। তাদের একজন চুগলখুরি করে বেড়াত। আর অন্যজন প্রসাবের সময় পর্দা পালনকারী ছিলনা। (বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি কি তোমাদের অবগত করাবো না, 'আদহ' কি ? তা চুগলখুরী।অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কথা ছড়ানো।

চোগলখুরি :

একজনের কথা ঝগড়া বিবাদ, মনোমালিন্যের উদ্দেশ্যে অন্যের কাছে লাগানো ইসলামী পরিভাষায় নামিমা বা চোগলখোড়ী বলে। সকল

ইসলামী চিন্তাবিদ এ সম্পর্কে একমত পোষণ করেন এটা সম্পূর্ণ হারাম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন -

“ولا تطع كل حلاف مهين. همازمشاءبنميم.

"সে ব্যক্তির অনুসরণ করবে না, যে কথায় কথায় শপথ করে, সে লাঞ্ছিত, যে অসাক্ষাতে নিন্দা করে, যে একজনের কথা আর একজনের কাছে লাগায়”।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -’চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না.।’

দ্বিমুখীপনা:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সবচেয়ে অধম লোক দেখতে পাবে সে ব্যক্তি কে, যে বিভিন্ন জনের কাছে গিয়ে নিজেকে বিভিন্ন ভাবে বা বিভিন্ন আকারে প্রকাশ করে। আর যে ব্যক্তি পৃথিবীতে দ্বিমুখী আচরণ করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে দুটি আগুনের জিহবা দিবেন।(বুখারী, মুসলিম)।দ্বিমুখী আচরণ দ্বারা বুঝানোর সাথে দু ধরনের কথা বলার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, “দ্বিমুখী লোক বলতে সাধারণত চোগলখোর কে ধরে নেয়া হয়।কোন ব্যক্তি একজনকে গিয়ে বলে -অমুক তোমার সম্পর্কে রূপকথা বলেছে। সংশ্লিষ্ট দুপক্ষের যেকোনো পক্ষ বা তৃতীয় কোন পক্ষ যে গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করা অপছন্দ করে, সেটা প্রকাশ করা, প্রকাশিত ব্যাপারটি কারো কথা বা কাজ বা কোন দোষ ত্রুটি যাই হোক না কেন। অতএব চোগলখোড়ী হচ্ছে, সংশ্লিষ্টপক্ষ গুলোর কেউ বা তৃতীয় কেউ অপছন্দ করে এমন কোন গোপন তথ্য ফাঁস করা। মানুষের যে অবস্থা দৃষ্টিতে পড়ুক না কেন, তা অন্য কারো কাছে প্রকাশ করায় যদি না হয় এবং এর দ্বারা সমাজকে

কোন গুনাহ থেকে রক্ষা করা না যায়, তাহলে তা থেকে বিরত থাকা একান্তভাবে উচিৎ”।

লুমাজাহ ও হুমাজাহ:

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

“ويل لكل همزة لمزة.

"নিশ্চিত ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে সামনাসামনি মানুষদের ওপর গালি গালাজ করে এবং পিছনে দোষ প্রচার করে”। (সূরা হুমাজাহ :১)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কোন ব্যক্তি মন্দ হবার জন্য এটাই যথেষ্ট, সে তার মুসলিম ভাইকে অবজ্ঞার চোখে দেখবে”।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,”যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বলেছিল, মানুষ তার জামা কাপড়, জুতা ইত্যাদি সুন্দর হওয়া পছন্দ করে। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর এবং এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।হিংসা হলো সত্য থেকে বিমুখ হওয়া এবং মানুষকে কেউ জ্ঞান করা।

পরিশিষ্ট

গীবত এক ভয়ংকর গুনাহ, যেটা আল্লাহতালা পবিত্র কুরআনে নিষেধ করেছেন এবং বিভিন্ন হাদিসের মাধ্যমেও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে করতে নিষেধ করেছেন। সারা জীবন কষ্ট করে নামাজ, রোজা করে এগুলোর সওয়াব অন্যকে দিয়ে দিতে হবে। এর চেয়ে মারাত্মক কথা আর কিছু হতে পারে না। কারণ সেদিন আখেরাতের

ময়দানে দেখা যাবে অনেক সওয়াবের কাজ করে যাওয়ার পরেও শুধু গীবতের কারণে জাহান্নামে যেতে হবে। তাই যেভাবেই হোক গীবত করা থেকে বিরত থাকতে হবে।গীবতের গুনা থেকে নিজেকে এবং অপরকে বাঁচাতে হবে। গীবতের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে জিহবা বা জবান। এই জবানকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যে এই জবানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে, তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাত কল্যাণকর হবে। এইজন্য সব সময় আল্লাহর ভয় মনের মধ্যে রাখতে হবে। যা করব, যা ছাড়বো সবই আল্লাহকে ভয় পেয়ে করতে হবে। আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে। ইস্তেগফার করতে হবে। তাহলেই গীবত করা থেকে বাঁচা যাবে ইনশাল্লাহ।